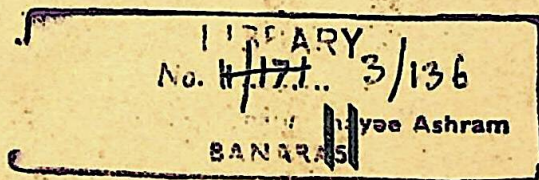


৩/১৩৬

বজ্রলি



PRESENTED

PRESENTED
শ্রীব্রহ্ম ভট্টাচার্য



দুলা-২ টাকা



অঞ্জলি

॥

শ্রীব্রহ্মণ ভট্টাচার্য্য



১

মূল্য—২ টাকা

: প্রকাশনায় :

স্বামী ভট্টাচার্য্য

সাগরীকা ভট্টাচার্য্য

জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য

: প্রাপ্তিস্থান :

শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা ভবন

পুরী, চন্দননগর।

ও

সংস্কৃতি ও প্রার্থনা ভবন

ঠাকুরবাড়ী, ফটকগোড়া

চন্দননগর।

কৃষ্ণা একাদশী

৩রা আশ্বিন, ১৩৮৩

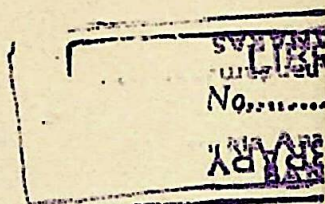
মুদ্রণে :—হিন্দুস্থান প্রিন্টিং

বড়বাজার, চন্দননগর।

ভূমিকা

“মাতৃদর্শন” (একাঙ্ক নাটক) এর পর জগন্মাতার চরণে “অঞ্জলি” মাতৃকুপাসিক মনেরই দ্বিতীয় নিবেদন। গানগুলি রচনায় যাদের উৎসাহ বিশেষ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে সেই পরম পূজাপাদ অগ্রজ শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য্য, পরম শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীদিব্যদর্শী, মাতৃসমা দেবপ্রিয়া শ্রীমতী জনা চৌধুরী, শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সুসমা বসু, আর অগ্রজ প্রতিম মন্টুদাকে জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

বরুণ ভট্টাচার্য্য

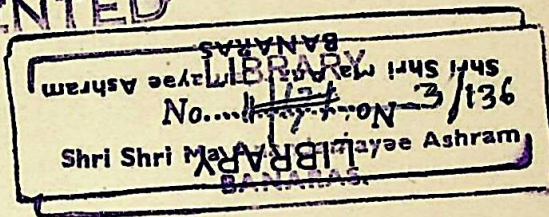
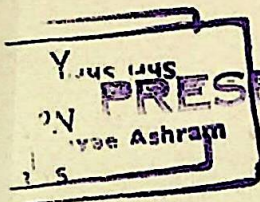


উৎসর্গ

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে যার স্নেহে লালিত এই মন প্রাণ
শুধু মাতৃস্নেহেরই কাঙাল—সেই মাতৃদেবীর চরণে মন-মালঞ্চের
সচ ফোটা পুষ্প সম্ভার 'অঞ্জলি' নিবেদন করে যার সুরারোপে
ও কণ্ঠে গানগুলি প্রাণস্পর্শ হয়ে উঠেছে বহুবার, সেই জীবন
সঙ্গিনী সাস্থনার হাতে তুলে দিলাম।

বরুণ ভট্টাচার্য্য

অঞ্জলি



শুরু বন্দনা

তোমার মাঝারে রামকৃষ্ণের
 দেখি জাগ্রত প্রাণ।
 অঙ্গে তোমার ভাব তরঙ্গে—
 ব্রহ্মানন্দ ভাসমান।
 তোমার কাজের নিত্য ধারায়
 স্বামীজী মূর্তিমান।
 মাতৃস্নেহের শীতলতা সেও
 তোমাতে বর্তমান।
 তুমি তাই সব—সবেতেই তুমি
 তুমি যে প্রাণের প্রাণ
 তোমার মাঝারে হারাতে চেয়েছি
 গাহি জীবনের গান।

অঞ্জলি

মায়ের পায়ে অঞ্জলিতে—

পড়না ঝ'রে মন'

ছোট্ট রাজা জবার মত,

আপনারে তুই কর প্রণত,

প্রাণের ছোঁয়ায়—

দেহের কুমুম কররে নিবেদন ।

মায়ের পায়ে অঞ্জলিতে

পড়না ঝ'রে মন' ।

মালঞ্চ তোর শুকিয়ে গেলে,

কোথায় পাবি পুষ্পদলে ?

-কেমনে আর করবিরে তোর—

অর্ঘ্য বিরচন ?

পেয়েও কাছে হারানি কি—

অমূল্য সে ধন ?

মায়ের পায়ে অঞ্জলিতে—

পড়না ঝ'রে মন ॥

অঞ্জলি

হৃদয় পদ্ম অঞ্জলি দিতে

আমাগ্ন যোগ্য কর ।

প্রাণ মন মোর,

হর চিত্ত-চোর,

হাত দু'টি মোর ধর ।

দৃষ্টিতে মোর—

ভ্রমসার ঘোর ।

আঁধার রাত্রি,—

কর কর ভোর ।

তোমার পূজায় সেরা উপচার,—

রক্ত কমল তর,—

আমারে যোগ্য কর ॥

অঞ্জলি

মাগো,

রাজা পায়েৰ নূপুৰ হতে,

সাধ জেগেছে বড়।

একটিবার ঐ চরণের

ভূষণ আমায় কর।

রাজা জবার চাইতে শোভা,

নাইবা পেলাম মনোলোভা ;—

বাজ্লে গায়ে পরম পরশ,

জাগ্বে বৃকে নিত্য হরষ।—

অঙ্গ আমার আনন্দেতে—

কাঁপবে থর থর।

মাগো রাজা পায়েৰ নূপুৰ হতে

সাধ জেগেছে বড়।

!

অঞ্জলি

॥ ১ ॥

মাগো,

একটি প্রণাম কর্তে আমায় দিও ।

তোমার দেওয়া মস্ত্রে ওগো—

আমায় বেঁধে নিও ॥

হৃদয় আমার উজ্জ্বল করে,—

ওই চরণে দিতে ধরে ;

তোমার মাঝে, সকাল সাঁঝে,

হারিয়ে যেতে দিও ॥

সকল বাঁধন ছিন্নকরে,

ফুলটি যেমন পড়ে ঝরে,—

তেমন করে আমায় মাগো—

আপন করে নিও ।.....

তোমার মাঝে সকাল সাঁঝে

হারিয়ে যেতে দিও ॥

—

(১)

অঞ্জলি

চাইনা আমি গোলাপ হ'তে ।

আমায় জবার কপালকে।

নাইবা হ'লাম সবার সেরা,

মাগো পায়ে তুলে নে ।

কি হবে মা বিত্ত বিভব ?

কি হবে আর আত্মীয় সব ?

চরণ ছোঁয়ার কপাল দিয়ে

কাছে টেনে নে ।

দিবা-নিশি থাক্তে মিশি

ঐ রাতুল চরণে ।

গলার মালায় চাইনাগো ঠাই,

চরণ যদি পাই ।

ধুলো পায়ের ধুলো হয়ে

হারিয়ে যেতে চাই ।

আর কিছুই মা চাইনা আমি

যদি পরম পরশ পাই ।

অঞ্জলি

জননী তোমার করুণাধারার—
কণাটুকু পেতে চাই ।
তোমার স্নেহের পরম পরশে,
হৃদয় ভরাতে তাই—
আঁখি নীরে করি অর্ঘ্য রচনা ।
মনোমন্দিরে আঁকি আল্লনা ।
তোমার চরণ স্মরণে নিত্য
যেন তোমার আশীষ পাই ।
জননী—তোমার করুণা ধারার
কণাটুকু পেতে চাই ।

অঞ্জলি

॥ ৪ ॥

একটি প্রণাম আমার মাগো নিও ।
 সকাল সাঁঝে সকল কাজে ।
 তোমার স্নেহের পরশ রাজে ।
 রাতুল চরণ ছায়ায় আমার
 এ-মন বেঁধে দিও ।
 একটি প্রণাম আমার মাগো নিও ।

অনন্ত ঐ রূপের খেলায় ।
 ভাসতে সদা কুপার ভেলায়,
 দেখাও বারেক ইষ্ট ছবি ।
 রূপটি বরণীয় ।

একটি প্রণাম আমার মাগো নিও ।
 ত্রিভুবনের মন্দিরে মা ।
 নিত্য তোমায় দেখতে শ্রামা ।
 দৃষ্টি দিয়ে এই অধমে
 ছুঁচোখ ভরে দিও ।

একটি প্রণাম আমার মাগো নিও ।
 তোমার কোলে থাকতে ভুলে,
 দিন রজনী এই অকুলে—
 সব অপরাধ অক্ষমতা
 আমার ক্ষমিও ।

একটি প্রণাম আমার মাগো নিও ।

অঞ্জলি

॥ ৫ ॥

আমার আঁধার ঘরে আলোর প্রদীপ-

জ্বলবে কবে ?

(বল মা) ঐ চরণের চলন ছোঁয়ায়

হৃদয় কবে ধন্য হবে ?

নিত্য নৃপুর নিকনেতে—

এ মন আমার উঠবে মেতে—

কবে সকল অঙ্গ আমার—

তোমার পূজায় মগ্ন রবে ?

আমার আঁধার ঘরে আলোর প্রদীপ

জ্বলবে কবে ?

বিষয় মেঘে চিত্ত মলিন ।

মরছি কেঁদে সাধন বিহীন ।

কেমন করে বল মা তবে—

জাগবে এ প্রাণ অনুভবে ?

তোমার পরম পরশ পেয়ে

সকল বাঁধন ঘুচবে ভবে ?

(বল মাগো) আমার আঁধার ঘরে

আলোর প্রদীপ জ্বলবে কবে ?

(৫)

॥ ৬ ॥

বুকে আমার গরল জ্বালা

চোখে তন্দ্রা ঘোর ।

কেমন করে করি পূজা—

বল্‌না মাগো তোর ?

কোন সে আশায় এ বুক বাঁধি—

নিত্য নামের সুরটি সাধি ?

কবে আমার ঘুচবে মোহ,—

হবে জীবন ভোর ?

ব্যথার কাজল মুছিয়ে দিতে,

মাগো ঝরবে প্রেমের লোর ?

চরণ-সরোজ নিত্য ধুতে,—

নয়ন জলের সেই নদীতে ।

বারেক সুযোগ দিয়ে ওগো—

ভরা চিত্ত মোর ।

বুকে আমার গরল জ্বালা—

চোখে তন্দ্রা ঘোর ।

কেমন করে করব পূজা বল্‌না মাগো তোর ?

অঞ্জলি

॥ ৭ ॥

নয়ন সরসী কানায় কানায়—

কুপায় ভরেছে। মা।

তবু মাগো এই দুঃখ দহন

ব্যথা কেন ঘোচে না ?

কেন বল মাগো জীবন খেয়ায়—

তুফানেই পড়ে পা ?

কিসের কারণে অনিত্যে বরি—

(মাগো) হারাই সত্য যা ?

কেন বারবার খুঁড়ি আপনার

মৃত্যুর পরিখা ?

কেন বল মাগো মরি আঁধারেতে

চির স্নন্দরে তুলিয়া ?

(৭)

অঞ্জলি

॥ ৮ ॥

আবার যদি পেতাম ফিরে—

সেই সে অতীত তোমায় ঘিরে,—

যেদিন ছিল বসুন্ধরা—

নিত্য পূজায় অচঞ্চল।

দ্বিধা মলিন মনকে ধুয়ে—

নিভাম মাগো চরণ ছুঁয়ে।

স্বর্গ-সুখে ধন্য হতাম্।

বুক যে পেতো অসীম বল।

অঞ্জলি

॥ ৯ ॥

জগতের বুকে জাগ্রত ছবি—

সীমাহীন করুণার ।

জননী, তোমার মূর্তির কাছে

গমতা মেনেছে হার ।

ধরণীয়ে মাগো ধন্য করেছ—

চরণ পরশে তব ।

কোটি কোটি প্রাণ তৃপ্ত হয়েছে,

লভিয়া-জীবন নব ।

পাপী তাপী জনে চরণে তোমার

তুমি যে দিয়েছ ঠাই ।

তুমিই তোমার উপমা কেবল,—

তুলনা তোমার নাই ।

জ্ঞানালোক মাগো দীপ্ত হয়েছে

সহজ কথার ভারে ।

তুমি বিনা মাগো কে নেবে চরণে

রেদনার উপচারে ?

(৯)

অঞ্জলি

॥ ১০ ॥

মা এলো যে মাটির ঘরে—

কণ্ঠে অভয়বাণী—

বাজারে শব্দ, দেবে উলুখনি—

সাজারে অর্ঘ্য আনি।

এক হাতে নিয়ে জ্ঞানের প্রদীপ,—

আর হাতে সুখা বর্ণা,

জননী এলো যে জ্বলে দিতে দীপ

(ওরে) আলোতে হৃদয় ভরনা।

হবে নাকো আর এমন সুযোগ—

জগৎ জননী দাঁড়ায়ে।

ছুটে আয় ত্বরা মায়ের তুলাল—

মোহ বন্ধন—ছাড়ায়ে।

(১০)

অঞ্জলি

॥ ১১ ॥

মাগো,—

তোমার কোলে, থাকবো ব'লে—

এসেছিলেম এই অকূলে ;—

জীবন তরী বাইতে গিয়ে—

ধরেছিলেম মনের হাল ।

ভেবেছিলেম কুপার হাওয়া—

করবে মধুর তরী বাওয়া,—

ধন্য করে এই অধমে—

উঠবে ফুলি চিত্ত পাল ।

(১১)

অঞ্জলি

॥ ১২ ॥

ছুঃখ সে'ত দীক্ষা তব.

আঘাত এলে নব নব,—

বুকপাতি মা নিতে সবে—

চরণ তোমার শরণ লব ।

খেলাঘরের সুখের মাঝে—

থাকতে মনের বাসনা যে ;—

তোমার কুপার কাঙাল হ'য়ে—

তবুও পড়ে রব ।

বেদন ব্যথার পাহাড় যদি,

জমেই ওঠে জন্মাবাধি ।

(মাগো) চোখের জলে ভাসিয়ে এ বুক,

প্রাণের কথা কব ।

অঞ্জলি

॥ ১৩ ॥

আমি যেন হারিয়ে যেতে পারি—

অনিত্য এই খেলাঘরের—

সকল খেলা ছাড়ি।

ঐ চরণের নিত্য ছায়ায়—

দেহ খানি মোর ঠাই পেতে চায়—

কেন তবু মাগো মনপাখী মোর—

ঘটায় বিপদ ভারী ?

মোহের জালে সদাই জড়ায়

তারে বাঁধতে আমি নারি।

আমি যেন হারিয়ে যেতে পারি।

অনিত্য এই খেলাঘরের

সকল খেলা ছাড়ি।

— — —

(১৩)

অঞ্জলি -

॥ ১৪ ॥

একটি সূতোর তিনটি ফুলের—

মালা আমি গাঁথবো ।

মাগো; মনের সকল গানগুলোকে

একই সুরে বাঁধবো ।

প্রেমের অর্ঘ্য সাজিয়ে দেবো

শ্বেত করবী সঙ্গে ।

ভক্তি আমার ঢেলে দেবো

রাজা জবার সঙ্গে ।

রক্ত কমল ধন্য হবে

জগৎ গুরুর চরণ পাবে

হৃদয় আমার নিত্য নতুন

মালাই গেঁথে যাবে ।

মাগো, শ্বেত করবী, রাজা জবা

রক্ত কমল হবে ।

অঞ্জলি

॥ ১৫ ॥

বিষয় বিষের হাতছানিতে

কেবল ভেসে যাই।

মাগো, রাতুল চরণ-চাই আমি যে—

চরণ সরোজ চাই।

সব কিছুতে তুমি মাগো—

তোমার, সবার বুকে ঠাই ?

না পূলে মা তোমায়, ভাসি

চোখের জলে তাই।

আপনজনে যায় মা ভোলা।

মিথ্যা জীবনটাই।

মায়ার বাঁধন ছিঁড়তে পারি—

মাগো কৃপা যদি পাই।

— — —

(১৫)

অঞ্জলি

॥ ১৬ ॥

তোমার পূজার তরে হে দেব,

মানস্ কুসুম ফোটাতে চাই।

মরুসম এই হৃদয়

আগি নীরে ভেজাতে তাই—

দিব্য কৃপা ভিক্ষা নিতে ;—

আশার প্রদীপ মন্দিরেতে—

প্রভু নিত্য জ্বলে যাই।

তোমার পূজার তরে হে দেব—

একটি কুসুম ফোটাতে চাই।

— —

(১৬)

অঞ্জলি

॥ ২১ ॥

এ কি ছলনায়
ভুলিয়েছো মোরে,—
কত বন্ধনে বেঁধেছ !

এ কি মায়াজালে
জড়িয়েছো মোরে,—
কত লজ্জায় ফেলেছ ।

মা হরে তোমার
এ কি ব্যবহার ?
এ কি অবহেলা জননী ?

সন্তানে কেন,—
ব্যথা দা'ও হেন ?
ঠেলে দিয়ে দূরে তরলী ।

(২১)

অঞ্জলি

॥ ১৮ ॥

দিয়েছে অনেক; কেন মনে হয়—

সবটাই তবু বাকী ?

আশা নিরাশার অবিরাম খেলা,

সাজাতে নিত্য মিথ্যের মেলা—

মগ্ন আমি যে— ।

অলেনিতো আলো অন্ধ এ মনে—

দিয়েছে কেবলই ফাঁকি ।

দিয়েছে অনেক, কেন মনে হয়

সবটাই তবু বাকী ।

বুঝিনা কিছুতে ;

কখন কোথায়. কি ভাবে

এ মন রাখি ।

আপনার ক'রে সবে নিতে চাই

মূরতি প্রেমের সহসা হারাই ।

ঠেলিয়া ছলনা

কেমনে বলনা

বাঁধি সত্যের রাখী ?

দিয়েছে অনেক, কেন মনে হয়—

সবটাই তবু বাকী ?

(১৮)

অঞ্জলি

॥ ১৯ ॥

ছঃখ যতনা দিয়েছো জননী,—
 বেশী যে দিয়েছো লজ্জা,
 আধার ঘোচাতে এ জীবনে মাগো,
 চাই বুঝি আলো সজ্জা ।

আঘাত দিয়েছো
 যত তুমি মোরে—
 দিলে তার বেশী—
 স্নেহ নিব্বারে ।—
 আমি যে অবোধ,—
 বুঝিনি সে কথা,—
 ভুলেছি তোমারে বার বার ।

তুমি 'ত কখনও
 সে ভুল ধরনি ।
 কোলে যে নিয়েছো প্রতিবার ।

(১৯)

॥ ২৪ ॥

শুধু জবা আর বিশ্বদলে—

কি হবে বল পূজার ছলে ?

যদি বারেক না ঝরে গো

একটি ফোঁটা চোখের জল ?

শুধু প্রদীপ, ধূপের সুবাস—

কি হবে গো নিয়ে বিভাস ?

যদি কভু না ফোটে গো

মানস কুসুম শতদল ।

শুধু নিয়ম, আশ, প্রাণায়াম—

কি হবে মা গেয়ে এ নাম ?

যদি ভোর ঐ কুপার কণা,—

না মেলে গো একটিবার ?

শুধু ক'টি কথা দিয়ে—

কি হবে আর মজ্ঞ নিয়ে ?

যদি প্রাণের পরম পরশ—

না পায় গো বীণার তার ।

অঞ্জলি

॥ ২১ ॥

বলনা মাগো—

এই মনে কেন নিত্য ওঠে বড় ?

কেন আমায় ডাক দিয়ে যায়—

ঐ ঘৃণা নিশাচর ?

সব্বা নিজের ভুলে গিয়ে ।

চলতে হয় যে পিছু নিয়ে ;—

ভয় হয় মা সাড়া দিলেই—

ছাড়তে যে হয় ঘর ।

সব পরিচয় যায় হারিয়ে

আপন যে হয় পর ।

বলনা মাগো, এই মনে কেন

নিত্য ওঠে বড় ?

(২১)

অঞ্জলি

॥ ২২ ॥

ডাক আসে মা ঘন ঘন

ভোগ বিলাসে ডুবিয়ে দিতে—

যেমন তুমি দিয়েছো গো—

মাটির বুকে খেলনাটিতে ।

ডাক আসে মা অহরহ,

মিথ্যে সুখের বার্তাবহ,—

যে ডাক শুনে লক্ষ কোটি—

মানুষ ছোট্টে বিলিয়ে দিতে

সবার চেয়ে সেরা যে ধন—

ধুলায় ধূসর ধরনীতে ।

(মাগো) কত আর মিথ্যে ডাকে—

দিনগুলো সব ঝাঁকে ঝাঁকে—

হারিয়ে যাবে অবহেলায়

চরম ব্যথা বুকে নিতে ।

ডাক আসে ঐ প্রতি পলে—

আসে যে ডাক নানান ছলে ।

সে ডাক মাগো উপেক্ষিতে

শক্তি দেগো যন্ত্রটিতে ।

ডাক দিয়ে মা কাছে নেনা—

সব আবেদন ভুলিয়ে দেনা ।

কোমল কমল ফুলের মত—

ঝরে পড়ি অঞ্জলিতে—

রাজা পায়ের স্নিগ্ধ ছায়ায়

চিরতরে বিলীন হতে ।

(২২)

অঞ্জলি

॥ ২৩ ॥

দেবতার পূজা করুক দেবতা;—

আমি করি পূজা মা'র ।

সাধন ভজন জানিনা কিছুই

ঐ চরণ করেছি সার ।

শত অপরাধে মন যদি কাঁদে,

সে কাঁদন আমি নিত্য অবাধে

ঢালিগো চরণে তাঁর ।

দেবতার পূজা করুক দেবতা,

আমি করি পূজা মা'র

অভিষেক নাই এ পূজায় তাই,

নিরঞ্জনের নিষ্ঠুর শানাই—

বাজেনাকো কভু অবহ করিতে

বিরহ বেদন ভার ।

দেবতার পূজা করুক দেবতা—

আমি করি পূজা 'মা'র,

॥ ২৪ ॥

আমি'ত চাইনি কোন সম্পদ—

কখনও তোমার কাছে ।

বলিনি'ত প্রভু বিস্ত বিস্তবে

প্রয়োজন মোর আছে ।

ঐ চরণে নিজেরে করি নিবেদন—

আমি'ত চেয়েছি—

ভরিতে জীবন ।

সং সাজিয়াছি সংসার মাঝে

সকল আপন কাছে ।

আমি'ত চাইনি কোন সম্পদ

কখনও তোমার কাছে ।

তবু মায়া কেন—

বঁধে মোরে হেন ?

কেন বেদনাই বুকে বাজে ?

কেন বল দেব দিনে রাতে আমি —

মরিগো কেবলই লাজে ?

চাইনি'ত আমি কোন সম্পদ,

কখনও তোমার কাছে ।

— — —

(২৪)

অঞ্জলি

॥ ২৫ ॥

মাগো,

আমি যে চেয়েছি এ দেহ আমার—
করি মন্দির তব ।

হৃদি অঙ্গনে সাজায়ে বতনে
পাদপীঠ অভিনব ।

নিত্য তোমার বন্দনা গীতে—
মুখরিত মোর অন্তরে তনুতে ।

তোমার পরম পরশনটুকু—
বুকে নিয়ে জাগি রব ।

আমি যে চেয়েছি এ দেহ আমার
করি মন্দির তব ।

মালিঙ্গা যত হয়েছে মা জমা ।

তার তবে আমি চাহিনাত ক্ষমা ;—
পূর্ণ পাত্র অঞ্জলি দিতে—

নহে আয়োজন মম ।
তোমার করুণা কুপা সিঞ্চে
হলে পবিত্রতম—

অমৃত তব বাণী বৈভবে,
দোলা চঞ্চল এই মন হবে
পরম বন্ধু নব ।

মাগো, আমি যে চেয়েছি, এ দেহ আমার
করি মন্দির তব ।

(২৫)

অঞ্জলি

॥ ২৬ ॥

রাঙা চরণ— সরোজ মাগো—

মন ভ্রমরা চায় যে পেতে।

হৃদি কমল রাতুল পায়ে—

চায় বুঝি মা ঝরে যেতে।

কাকে ফেলে কাকে নিবি,

ঝরবে কে বল চরণেতে ?

পরশমণির পরম পরশ

লভি কে মা উঠবে মেতে ?

রাঙা চরণ সরোজ মাগো

মন-ভ্রমরা চায় যে পেতে,

হৃদি কমল রাতুল পায়ে—

চায় বুঝি মা ঝরে যেতে।

অঞ্জলি

॥ ২৭ ॥

মন প্রদীপের অটুট শিখা—
 বেদীমূলেই রাখতে ধরে—
 দেবালয়ের অঁধার কোনে
 নিতুই আমি ডাকছি তোরে’
 পাষাণ-বেদীর কঠিন বুকে—
 মরছি—মাগো মাথা ঠুকে।
 থামা আমার করুণ কঁাদন্—
 দূর কর মা বেদন ওরে ;—
 প্রদীপ শিখাতর এবার —
 ডাক্তে নিতি দেনা মোরে।
 আলোর কোলে কালোর রেখা—
 ‘মাগো আমার পড়ুক বরে।

অঞ্জলি

॥ ২৮ ॥

বইতে পারি ব্যথার জীবন—

হাত যদি মা ধর।

সইতে পারি দুঃখ দহন—

যদি, বারেক কৃপা কর।

বাঁধতে পারি হৃদয় দিয়ে

রাতুল চরণ যদি—

ভাবনা আমার কি আর রবে মাগো—

ছুটেবে জীবন নদী।

মনের কুণ্ঠম উজাড় করে—

দেবোই দেবো ঢেলে।

যদি মাগো কৃপার কণা

এই অবশ্যে মেলে।

অঞ্জলি

॥ ২৯ ॥

বল রামকৃষ্ণ বল ।

রামকৃষ্ণ । রামকৃষ্ণ । রামকৃষ্ণ বল ।

পরম পথের পথিক সবাই,

এক বৈ আর দুই কিছু নাই ।

সব সংশয় পায় দল ।

বল রামকৃষ্ণ বল ॥

প্রাণভ'রে ওগো গাও জয়গান ।

প্রেমের সাগরে উঠুক ভুফান

মায়া মোহ ঘোরে—

মিছে কেন পড়ে ?

কেন নিজেই নিজেই ছল ?

বল রামকৃষ্ণ বল ।

দিতে যদি হয় ভালবাসা তবে —

দাও ভগবানে সবে ।

প্রেমঘন ঐ দিবা মুরতি ।

আপনার ধন হবে ।

বহু বাঞ্ছিত কৃপা পরশনে —

হবে, নখন সরসী টল টল ।

বল রামকৃষ্ণ বল,

রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ বল ॥

(২৯)

অঞ্জলি

॥ ৩০ ॥

যুগাবতার হে রামকৃষ্ণ—

রাতুল চরণে রাখি প্রণাম ।

তোমার করুণা কৃপা নির্ঝরে—

অমৃত সুখা সদা বারে পড়ে,—

মনোমন্দিরে গুরতি মধুর—

ঢালে প্রেমবারি অবিরাম ।

অখিল বিশ্ব আজিকে তাইতো—

চরণ সরোজে রাখে প্রণাম ।

দেবতা তুমি যে সকল কালের,—

হে চিরবন্ধু নিগিল প্রাণের !—

তোমার দিব্য পরশেধন,—

বাংলার মাটি জল ;—

তীর্থ হ'ল যে কামার পুকুর

কাশীপুর ছায়াতল ।

ভাগীরথীতীরে স্নিগ্ধ সীমরে—

বেলুড় নিত্য ধাম ।

প্রণমি তোমায় নিরাকারময়—

(ওগো) সাকারে কৃষ্ণ রাম

যুগাবতার হে রামকৃষ্ণ

রাতুল চরণে রাখি প্রণাম ।

অঞ্জলি

॥ ৩১ ॥

তোমার দিব্য মুরতি খানি,—

দোলাও দোলাও দোলাও আমার
মানসচক্ষে আনি ।

শয়নে স্বপনে । দিনে জাগরণে,—

চিরবাহিত কুপা পরশনে,—
করগো ধন্য জীবন আমার

ভরা ও হৃদয়খানি ।

দোলাও দোলাও দোলাও হে দেব ?

দিব্য মুরতিখানি ।

সারাজীবনের সখা তুমি-মোর

ঘোচাও মনের তমসার ঘোর ।

তুমি ছাড়া আমি নিঃস্ব যে প্রভু ।

তোমাতেই সব জানি ।

দোলাও দোলাও দোলাও তোমার

প্রেমধন রূপখানি ।

গুরুরূপি ওগো ভগবান মোর ।

ইষ্ট যে তুমি, তুমি চিত চোর ।

আলোতে তোমার পরাণ আমার—

মিশে আছে আমি জানি ।

দোলাও দোলাও দোলাও তোমার—

চিন্ময় দেহখানি ।

(৩১)

অঞ্জলি

॥ ৩২ ॥

ওগো আনন্দময় :—

ক্ষমা সুন্দর রূপটি দেখাও ।

দূর করি সংশয় ।

নিষয় বাসনা বিরহ বেদনা ।

মনে হয় বুঝি দহন যাতনা ।

কৃপার পরশে চির সুন্দর

কর বন্ধন ক্ষয় !

ওগো আনন্দময় ।

দিন কেটে যায়—

মিছে শ্যামরায় ।

স্বার্থ দ্বন্দ্ব কেঁদে মরি হায়

করুণাশিতল মূরতি দেখাও

ওগো সুন্দর প্রেমময়,

অসীম শূণ্য ভরাও পুণ্ডে

এসো আনন্দময় ।

(৩২)

অঞ্জলি

॥ ৩৩ ॥

তোমার পূজায় মাত্বে আমি,
এমন সাধ্য নেইতো স্বামী ।

নিত্য প্রদীপ জ্বালার মত—
নিষ্ঠা সেতো নেই ।

তোমার পায়ে দিবস যামি—
দিতে এই মন প্রণামী,
কেমন করে জোটাই গো ঠাই—
ফুলের সভাতেই ?

নিত্য প্রদীপ জ্বালার মত
নিষ্ঠা সেতো নেই ।

কুপা তোমার আস্লে নামি,
কান্না এ মোর যাবে থামি ।

(ওগো) ফুট্বে কমল পাষণ টুটি
হৃদয় ভরাতেই ।

বারেক ও পদ নিতে চুমি
সেই কুসুমেরে দিও তুমি—

আঁখার ঘরে আলোর আভায়
আবীর ছড়াতেই ।

নিত্য প্রদীপ জ্বালার মত নিষ্ঠা সেতো নেই ।

—

(৩৩)

॥ ৩৪ ॥

তুমি যে আমার প্রাণের গোপাল,—
প্রাণহীন তুমি নওতো ।

কাঁদিয়া তোমায় যত কথা বলি,
সবই শোন তুমি আঁখি ছলছলি ।

নীরব ভাষায় কত কথা বল,—
(ওগো ভরে ওঠে মোর বুলি ।

তোমার কুপার পরশে আমি যে—
চির গরবিণী তাইতো ।

কতনা মূরতি বহু মন্দিরে—
আমি শুধু দেখি তুমি আছো ঘিরে ।

ছোট্ট আমার প্রিয় প্রাণোপম ।
ছোট্টটি তুমি নওতো ।

তোমার মাঝারে প্রাণমন মম ।
চিরতরে বাঁধা তাইতো ।

তুমি যে আমার প্রাণের গোপাল
প্রাণহীন তুমি নওতো ।

অঞ্জলি

॥ ৩৫ ॥

তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার—

বন্ধু জীবনে মরণে ?

কে আছে গো ধরে হাত দুটি মোর এ

সেরা সম্পদ বরণে ?

কত শুভক্ষণ শুধু বয়ে যায়—

করিনা'ত পূজা, ডাকিনা তোমায়।

কাছে তবু মোর,

দিবা নিশি ভোর,

শূন্য গাগরী ভরণে,—

রয়েছো হে দেব ছায়া সম সাথে,

ঠাইটুকু দিতে চরণে

তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার

বন্ধু জীবনে মরণে ?

(৩৫)

অঞ্জলি

॥ ৩৬ ॥

পায়ে, পায়ে কাঁটার ব্যথা সহিবো কত ?

কত আর তীব্র জ্বালা বধন্যার—

লুকিয়ে রেখে বুকের মাঝে

মন করীয়ে করব নত ?

পায়ে, পায়ে কাঁটার ব্যথা সহিবো কত ?

মূল্যহীন এই হৃদয়ের শোণিত বিন্দু শত শত,

পড়ছে ঝরে পদন ভরে,

কিসের ছলে, কোন আগলে—

(ওমা) লুকিয়ে রাখি দুঃখ বত ?

পায়ে, পায়ে কাঁটার ব্যথা সহিবো কত ?

নাগ সাগরে ডোবার ব্রত—

কেমন করে চাই সন্তত ?

কোন বলে মা তুলি গো বল,

নিত্য পরা দিটির কাজল ?

কেমনে মা হানি আঘাত

ভাঙতে জীবন তদ্রাগত ?

পায়ে, পায়ে কাঁটার ব্যথা সহিবো কত ?

(৩৬)

অঞ্জলি

॥ ৩৭ ॥

আমায় তুমি বাঁধলে কেন—

বিশ্বমায়ার জালে ?

কেন আমায় রাখলে বল—

অঁখির আড়ালে ?

চোখে চোখে, এ চোখ রেখে,

ঐ চোখেরই আলো দেখে—

চল্‌ব আমি সাধ ছিল যে ।

কেন আমায় এমন করে—

দূরে সরালে ?

আমায় কেন বাঁধলে বল

বিশ্বমায়ার জালে ?

—

(৩৭)

॥ ৩৮ ॥

হে যুগাচার্য্য ত্যাগী সুন্দর—
 ব্যথিতের ভগবান ।
 লহগো প্রণাম সন্ন্যাসী বীর
 পৃথিবীর মহাপ্রাণ ।
 রামকৃষ্ণের প্রাণধন তুমি
 বিপ্লবী সন্তান,—
 বিশ্বের বুকে চির বিশ্বয়,—
 তুমি বিধাতার দান ।
 ধ্যানগন্তির ছায়া তব দোলে—
 আজও তাই অম্লান ।
 হে যুগাচার্য্য ত্যাগী সুন্দর—
 ব্যথিতের ভগবান ।
 লহগো প্রণাম সন্ন্যাসী বীর
 পৃথিবীর মহাপ্রাণ ।

(৩৮)

॥ ৩৯ ॥

কৃপা যদি মোরে করেছো-হে দেব

চরণের ছায়া দিয়ে ।

করণধারায় ভাসাও আমারে—

অবিজ্ঞা কেড়ে নিয়ে ।

চঞ্চল আমি বিত্ত বিভবে,

নিতি ভুবে আছি পাখিব ভবে;

বুখা কেটে যায়-দিন যে গো হয়,—

মনটুকু যাও ছুঁয়ে ।

আলো দিয়ে রাখো দেহের আলয়ে—

সেরা ধনে ধনী ওগো আলোময় ।

পরশনে তব অপরাধ মম ।

কর কর প্রভু ক্ষয় ।

ক্ষমামুন্দর প্রকাশো বারেক

সকল সৃষ্টিময় ।

(৩৯)

অঞ্জলি :

॥ ৪০ ॥

ভক্তি প্রদীপ জ্বালাওগো মা
 আধার ভাঙ্গা আলো
 নিত্য অনুক্ মন্দিরে মোর,
 সেই'ত হবে ভাল ।

অন্ধকারের মিথ্যে শাসন—
 বুকে আমার চায় যে আসন ।
 কেমন করে বাঁধি এ মন ?
 —মাগো স্নেহের সুখা ঢালো ।
 জ্বালো প্রদীপ'খানি জ্বালো ।

দেহখানি দেউল করে—
 রাখ'তে তোমায় নিত্য ধরে,—
 পরম পরশ প্রাণের প'রে—
 ঘোচাক সকল কালো ।
 জ্বালো মাগো ভক্তি প্রদীপ
 এই মন্দিরেতে জ্বালো ।

অঞ্জলি

॥ ৪১ ॥

তোমার পায়ে রাখতে এ মন,

কুপা তোমার চাই।

ছবি তোমার বাঁধতে বুকে—

চাই আমি যে নিতা সুখে।

তোমার দেওয়া মস্ত্রে করি

তোমার পূজা তাই।

ওগো তোমার কুপা চাই।

দিয়েছোঁ যা অরূপ রতন।

রাখতে তুলে শ্রেষ্ঠ সে ধন।

(ওগো) ঠাই খুঁজে না পাই।

তোমার স্নেহের আকাশ তলে,

রাখো যদি অবোধ বলে—

আনন্দে মন ভরিয়ে তুলে

— তোমার পানে ধাই।

প্রভু কুপা তোমার চাই।

(৪১)

অঞ্জলি

॥ ৪২ ॥

খেলা ভাঙ্গার খেলায়—

মাগো মাতিয়ে দাও ।

অনেক খেলাই হ'ল সারা,

কাট্ছে যে দিন মাতৃহার।

ধুলো খেলার মলিনতা—

মুছিয়ে এবার কোণে নাও ।

খেলা ভাঙ্গার খেলায়,—

মাগো, মাতিয়ে দাও ।

ন্যর্থ জীবন অন্ধকারে—

দোলাও কেন স্বপ্নভারে ?

মরীচিকার প্রবঞ্চনায়

কেন এ মন বাঁধতে চাও ?

আলোর খেলাই সত্য কর—

ভেঙ্গে ভেঙ্গে আগায় গড় ।

তোমার স্নেহের স্নিগ্ধ পরশ

এ বুক মাঝে রেখে যাও ।

খেলা ভাঙ্গার খেলায়

মাগো মাতিয়ে দাও ।

—

অঞ্জলি

॥ ৪৩ ॥

যতবারই কাছে চাইগো তোমারে,

দূরে তুমি সরে যাও ।

এ দেহ তোমার কেন বার বার —

বেদনায় বেঁধে দাও ?

বিরহে তোমার

আমি কেঁদে মরি—

খেলাছিলে কেন

প্রাণমন হরি—

লুকায়ে থাকগো আঁখির আড়ালে —

কোন সুখ বল পাও ?

আমারে কাঁদায়ে আপনি যে কাঁদো

কেন অশ্রুতে পূজা নাও

যতবারই কাছে চাইগো তোমারে—

দূরে তুমি সরে যাও ।

(৪৩)

অঞ্জলি

॥ ৪৪ ॥

আমার যত অক্ষমতা

সে তো তোমারই দান।

তোমার দেওয়া মনে হে দেব—
তোমারই অক্ষমতা
দূর করি মম মায়া-মোহ ঘোর,

খোল প্রিয়তম বন্ধন ভোর,

কামনা কলুষ এ দেহ আলয়ে

দাও পবিত্র প্রাণ।

অনন্ত মোর অক্ষমতা

সে তো তোমারই দান।

ভালো সংশয় করি খান্ খান্।

উদ্ধত বুকে কর অভিধান।

তোমার নৃত্যে আঁধার চিত্তে

বাজুক প্রভাতী গান।

সত্য বরণে অক্ষমতায়

কর প্রভু অবসান।

অঞ্জলি

॥ ৪৫ ॥

কে ঐ আপন ভোলা খেয়াল খেলায়,—

তুলছে দোতুল জীবন দোলায়

মাটির মায়াতে ?

হাসিখুশী মুখটি যে তাঁর

ভাসছে সদাই কি যে বাহার ।

অহঙ্কারের অন্ধকারে আলোয় ছায়াতে

তুলছে দোতুল জীবন দোলায়—

মাটির মায়াতে ।

প্রেমের সাগর ভাসছে যেন সত্য হাওয়াতে—

বাঁধছে বুকে অসীম সুখে—

লক্ষ মানব ঐ চবিকে,

সকাল সাঁঝে সকল কাজে—

ও গান গাওয়াতে ।

তুলছে দোতুল জীবন দোলায়

মাটির মায়াতে ।

(৪৫)

অঞ্জলি

॥ ৪৬ ॥

তুমি'ত দিয়েছো হে দেব তোমার ।

প্রেম সম্পদ উপহার ।

শ্রেষ্ঠ রতন সত্য সে ধন

ছনিয়ার সেরা মণিহার ।

তুমি যা করেছ নিত্য সাধন ।

জনে জনে তাই করি বিতরণ ।

পূর্ণ করেছ জ্ঞান ভাণ্ডার,

ঘোচাতে মনের আধিয়ার ।

(প্রভু) তোমার সৃষ্টি তোমা'রে বরিতে—

লভুক জীবনে অধিকার,

তুমি'ত দিয়েছো হে দেব তোমার

প্রেম সম্পদ উপহার ।

নিঃশ্বর করিয়া নিজেরে তুমি যে

ভরেছ পৃথিবী কতবার ।

অঞ্জলি

॥ ৪৭ ॥

প্রেমের পাত্র শূন্য যে হায়—

হৃদি মন্দিরে মম ।

সুখা নিব্বারে উছলিয়া দাও

ঘুচাও মনের তম ।

তব নামগানে

চাই আলো প্রাণে

কৃপা স্রোতধারা

যেন কাছে টানে ।

চরণে এ প্রাণ গ্রহণ করিয়া

শত পরমাদ ক্ষম ।

প্রেমের পাত্র-শূন্য যে হায়

হৃদি মন্দিরে মম ।

স্মরণ মননে প্রতি অনুক্ষণে,

জেগে থাকো প্রভু মম প্রাণ মনে ।

তোমার নিত্য অর্ঘ্য রচণে

সাজাও পুষ্পোপম ।

সুখা নিব্বারে উছলিয়া দাও

ঘুচাও মনের তম ।

। ৪৮ ॥

বুঝি যাছ আছে ঐ রূপে ।

আনন্দ সাগরে ভাসমান সদা

প্রেমের লহরী বুকে—

কে ঐ নিত্য ভাবের মুরতি

দিব্য হাসিটি মুখে ?

অনির্বান ঐ আলোর ছাতিতে

করণা কিরণ লোভী ধরনীতে

চির সুন্দর অনিন্দ শোভা

ঝরে পড়ে মহা মুখে—

আধনিমিলিত দিষ্টির দিশায়—

স্নেহ নির্ঝর অটুট ধারায়

ছুঁয়ে যায় যেন সবকটি মন

একান্ত চুপে চুপে ।

হয় না বিমুখ কেউ যে কখনও

(বুঝি) যাছ আছে ঐ রূপে ।

অঞ্জলি

॥ ৪৯ ॥

যা আছে আমার

সাধ যায় মাগো

চরণে তোমার দেবো ।

অঞ্জলি দিতে শুধু আধফোট।

মানস কুসুম্বেবো ।

হৃদয় ছুয়ায়ে আল্পনা ঝাঁকি

আমি মাগো জাগি রব ।

এসো নিয়ে শ্রামা

মনোমন্দিরে

বরাভয় রূপতব ।

নিতি নব গানে

মালা গেঁথে মাগো

পূজার ডালাটি সাজাবো—

ও রাজ্য চরণে মনটুকু বেঁধে

হৃদয় বাঁশরী বাজাবো ।

(৪৯)

অঞ্জলি

॥ ৫০ ॥

করুণাঘন জননী আমার

এসোগো হৃদয়ে, খুলেছি দ্বার ।

তোমার কৃপায় পরশে এবার

দূর কর সব বেদনভার ।

ধরা দিয়ে তবু ধরা নাহি দাও,

কখন কিরূপে এসে চলে যাও ।

না চেনালে তুমি চিনিগো কেমনে—

তোমাকে জননী আর,

অবোধ ছেলেরে কোলে তুলে নাও,

ভুল ভেঙ্গে দিতে ও মুখ ফেরাও ।

রাভুল চরণ পদ্য পূজিতে—

ঘোচাও অন্ধকার ।

করুণাঘন জননী আমার

এসোগো হৃদয়ে খুলেছি দ্বার ।

অঞ্জলি

॥ ৫১ ॥

এ কেমন খেলা বল—

খেলছে। তুমি প্রভু ?

কখন দেখি টানছে। কাছে—

ঠেলছে। কখন বিপথ মাঝে।

কৈঁদে কৈঁদে মরছি ঘুরে—

দাও না দেখা তবু।

এ কেমনতর খেলা বল—

খেলছে। নিষ্ঠুর প্রভু ?

খেয়াল তোমার বুঝি না যে

কোন কাজে যে খুসী রাজে,

বারেক বোঝার সুযোগ মোরে

দাও না দয়াল বিভু।

কেমন খেলা খেলছে। বল

(ও আমার) পরম প্রেমিক প্রভু ।

॥ ৫২ ॥

দিনে রাতে সকল সময়—

নামটি তোমার রাখতে হৃদয়ে

(প্রভু) কৃপা তোমার চাই।

অপার স্নেহের নীল আকাশে—

উড়তে প্রাণের বাসনা সে।—

ভেসে ভেসে এই দেহ মোর

(ওগো) অর্ঘ্য দিলাম তাই।

প্রভু কৃপা তোমার চাই।

নিত্যনামের অটুট ধারায়

এ মন আমার যদি হারায়—

এক করে ঐ নাম নামীরে—

স্বর্গ হাতে পাই।

কৃপা তোমার চাই।

ভাবের রাজ্যে মিলন মেলায়,

পরম পাওয়ার সত্য খেলায়,

মায়া মোহের ডালাটি ছিঁড়ে দিতে জীবনটাই

প্রভু তোমার কৃপা চাই।

(৫১)



PRESENTED.